আলমডাঙ্গার ৭ টি মোটরসাইকেল ভাংচুর ও আগুন

আলমডাঙ্গা উপজেলার কুমারী ও ডাউকি ইউনিয়নে আওয়ামী লীগের মনোনীত নৌকা ও স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান প্রার্থীর মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়েছে। গত রোববার রাত ১০ টা থেকে ১২ টা পর্যন্ত পৃথকভাবে এ ঘটনা ঘটে। এতে এক অন্তঃসত্ত্বা নারীসহ মোট ৫ জন আহত হয়েছে। এসময় কুমারী ইউনিয়নে ১ টি পুড়িয়ে দেয়াসহ ৭ টি মোটরসাইকেল ভাংচুর করা হয়েছে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নেয়। এঘটনায় পুলিশ কুমারী ইউনিয়নের নৌকা প্রতীকের সেলিম (২৫) ও স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান প্রার্থীর হিরণ নামের দুই কর্মীকে আটক করে থানা নিয়েছে। ঘটনার পর থেকে দুই ইউনিয়নে চরম আতংক বিরাজ করছে।

কুমারী ইউনিয়নের স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান প্রার্থী মোজাম্মেল হক বলেন, রোববার রাতে আমি পথসভা শেষ করে আমার নির্বাচনী অফিসে আসি। এসময় নৌকা প্রতীকের চেয়ারম্যান প্রার্থী আবু সাইদ পিন্টুর কর্মীরা হঠাৎ আমার নির্বাচনী অফিস ভাংচুর চালাই। এসময় আমার কর্মীর একটি মোটরসাইকেলে আগুন ধরিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। আরও ৫ টি মোটরসাইকেল ভাংচুর করে তারা। এসময় আয়ুব আলী (৩০) নামে আমার এক কর্মীকে ব্যাপক মারধর করে। তাকে স্থানীভাবে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হয়েছে।
তিনি আরও বলেন, নৌকা প্রতীকের চেয়ারম্যান প্রার্থীর কর্মীরা তাদের নিজেদের অফিস ভাংচুর করে আমাদের নামে এখন দোষ চাপানোর চেষ্টা করছে।
কুমারী ইউনিয়নের নৌকা প্রতীকের চেয়ারম্যান (বর্তমান) প্রার্থী আবু সাইদ পিন্টু বলেন, স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান প্রার্থীর কোন অফিস ভাংচুর করেনি আমার কর্মীরা। উলটো তারাই আমার একটি অফিস ও দুটি মোটরসাইকেল ভাংচুর করেছে। এসময় রিপন ও লাভলু নামে দুজন কর্মীকে মারধর করে তারা। তাদেরকে আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হয়েছে।
অপর দিকে, ডাউকি ইউনিয়নের স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান প্রার্থী নাজমুল হোসাইন বলেন, ইউনিয়নে ২ নং ওয়ার্ডের পোয়ামারি গ্রামে আমার একটি অফিস ভাংচুর করেছে নৌকা প্রতীকের চেয়ারম্যান (বর্তমান) প্রার্থী তরিকুল ইসলামের কর্মীরা। এসময় আমার কর্মী আলী হোসেনকে (৪০) মারধর ও তার অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী মিনি খাতুনের পেটে লাথি মেরে

আহত করে। স্থানীভাবে তাদের দুজনকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়েছি। ডাউকি ইউনিয়নের নৌকা প্রতীকের চেয়ারম্যান (বর্তমান) তরিকুল ইসলাম বলেন, ওটা বিএনপি নাকি জামাতের অফিস কেউ কিছুই জানেনা। কোন পোস্টার ও ছিলনা ওই অফিসে। ছোট একটি টং এর অফিস তাই ধাক্কাধাক্কির সময় হইতো ভেঙ্গে গেছে। আমার কর্মীরা কাউকে মারধর তো দূরের কথা উলটো আমার এক কর্মীকে তারা গালিগালাজ করেছে। আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম বলেন, কুমারী ইউনিয়নে নৌকার চেয়ারম্যান প্রার্থী দুজনের আহতের কথা জেনেছি। স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান প্রার্থীর একটি মোটরসাইকেল কে বা কারা পুড়িয়ে দিয়েছে। এঘটনায় পুলিশ উভয়পক্ষের দুজনকে আটক করেছে। তিনি আরও বলেন, ডাউকি ইউনিয়নে স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান প্রার্থীর অফিস ভাংচুরের খবর জেনেছি। তবে কোন হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।

মুজিবনগরের মহাজনপুর ইউনিয়নে ভোট পুনঃগণনার দাবিতে মানববন্ধন

মুজিবনগরের মহাজনপুর ইউনিয়নের ১ ও ২ নং ওয়ার্ড যতারপুর গ্রামের ভোট পুনগণনার জন্য মানববন্ধন করেছে নৌকার প্রার্থী। মঙ্গলবার সকাল সাড়ে দশটায় মেহেরপুর জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সামনে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।
মানববন্ধনে নেতৃত্বে দেন মহাজনপুর ইউনিয়নের নৌকা প্রতীকের প্রার্থী রেজাউর রহমান নান্নু।
মানববন্ধনের নৌকার প্রার্থী রেজাউর রহমান নান্নু বলেন, যতারপুর গ্রামে এক ও দুই নম্বর কেন্দ্রে স্বতন্ত্র প্রার্থী মো হোসেন মিলুর লোকজন ভয়-ভীতি প্রদর্শন সহ কেন্দ্র দখল করে নৌকা প্রতীকের এজেন্টের দায়িত্ব পালনে বাধা দান প্রদান করে।সেইসাথে ভোটগ্রহণ গণনা পরবর্তী দুই ঘন্টা পর ভোট গণনা পোলিং অফিসার ও অফিসার এর স্বাক্ষরিত কোন শিট প্রদান করা হয়নি। পরে মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে যে ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে। তাই আমি অবিলম্বে উক্ত দুটি কেন্দ্রে ভোট গণনা অনিয়মের সঠিক তদন্ত দাবি

করছি।
এসময় মহাজনপুর এলাকার সাধারণ মানুষ উপস্থিত ছিলেন। মানববন্ধন পরবর্তীতে জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার ও নির্বাচন অফিসার বরাবর ভোট পুনঃগননার দাবিতে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

মেহেরপুরে শিশুকে যৌন নিপীড়নের অভিযোগে যুবকের ৭ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড

মেহেরপুরের গাংনীতে ৯ বছর বয়সী এক শিশুকে যৌন নিপীড়ন করার অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় দুলাল খান নামের এক যুবকের ৭ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ২০ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরো ৬ মাসের কারাদণ্ডাদেশ দিয়েছে আদালত ।
সোমবার বিকালের দিকে মেহেরপুরের নারী ও শিশু নির্যাতন ট্রাইব্যুনালে আদালতের বিচারক মো তৌহিদুল ইসলাম-এর সাজা দেন।

সাজাপ্রাপ্ত দুলাল খান মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রংমহল গ্রামের আব্দুল্লাহ ছেলে। মামলার বিবরণে জানা গেছে ২০১৮ সালের ১৫ এপ্রিল গাংনী উপজেলার রংমহল গ্রামের দুলাল খান একই গ্রামের সিরাজুল ইসলামের বাড়িতে যায়। ওই সময়ে সিরাজুল ইসলামের কাছে এসে সিগারেট চাই।

সিরাজুল ইসলাম শিশু কন্যাকে সিগারেট দিতে বললে কৌশলে দুলাল খান দোকানে প্রবেশ করে ওই শিশুর যৌন নিপীড়ন করে। এসময় সে চিৎকার করলে সিরাজুল ইসলাম সেখানে ছুটে গেলে দুলাল পালিয়ে যায়। ওই ঘটনায় সিরাজুল এর স্ত্রী আফরোজা খাতুন বাদী হয়ে ২০০০ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের (৩)/১০ ধারায় গাংনী থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। যার মামলা নং ১। জি আর কেস নং ৮২/১৮। এন এস নং১৩৮/১৮।

পরে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা গাংনী থানার এস আই মাহাতাব উদ্দিন মামলা তদন্ত কাজ শেষ করে আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন।

মামলায় মোট ১৩ জন সাক্ষী তাদের সাক্ষ্য প্রদান করেন।

এতে আসামি দোষী প্রমাণিত হয় বিজ্ঞ আদালত তাকে ৭ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ২০ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরো ৬ মাসের কারা দণ্ডাদেশ দেন।

মামলায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে আদালতের পিপি আসাদুজ্জামান এবং আসামিপক্ষের মিনা পাল কৌশলী ছিলেন।

মেহেরপুরে শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ

মেহেরপুর প্রশাসন ও কুষ্টিয়া পরিবেশ অধিদপ্তরের উদ্যোগে শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত অংশীদারিত্বমূলক প্রকল্প এর আওতায় পরিবহন চালক ও শ্রমিকদের শব্দ সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।
সোমবার সকালে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। পরিবেশ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মোঃ আতাউর রহমানের সভাপতিত্বে প্রশিক্ষণের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অপু সরেয়ার, মেহেরপুর বিআরটিএ কর্মকর্তা জিয়াউর রহমান, মেহেরপুর জেলা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মতিয়ার রহমান প্রমূখ।

মেহেরপুরে অজ্ঞাত এক নারীর মরদেহ উদ্ধার

মেহেরপুর সদর উপজেলার বাজিতপুর সীমান্ত এলাকায় অজ্ঞাত এক নারীর মৃতদেহ পাওয়া গেছে। তার বয়স আনুমানিক ৫০ বছর। তবে ওই নারী মানসিক ভারসাম্যহীন বলে বাজিতপুর এলাকাবাসীর কাছ থেকে জানা গেছে।

সোমবার সকালের দিকে ভারতের নদিয়া জেলা তেহট্ট থানার ৮২ বিএসএফের বেস্টগঞ্জ কোম্পানির সদর থেকে ১০ গজ দূরে পাগলীর মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা গেছে।
বাজিতপুর গ্রামের একাধিক ব্যক্তি জানিয়েছেন, গত ২-৩ দিন যাবত ওই পাগলী কে সীমান্ত এলাকায় ঘোরাফেরা করতে দেখা গেছে। গতকাল তার মৃত্যু হলে বিএসএফ সদস্যরা তড়িঘড়ি করে বাংলাদেশ সীমানায় ফেলে রেখে যায়। বিষয়টি বিজিবি সদস্যরা বিএসএফকে অবহিত করেছে বলে জানা গেছে। এবিষয়ে উভয় দেশের মধ্যে পতাকা বৈঠকের প্রস্তুতি চলছিল।

বারাদীতে সম্ভাব্য চেয়ারম্যান প্রার্থী প্লাবনের গণসংযোগ অব্যাহত

আসন্ন ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে মেহেরপুর সদর উপজেলার নবগঠিত বারাদি ইউনিয়নে জাসদ মনোনীত চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী ও জাতীয় যুব জোট নেতা মোঃ নুরু-উছ-সাফা প্লাবন এর গণসংযোগ অব্যাহত রয়েছে।

রবিবার বিকেলে নবগঠিত বারাদি ইউনিয়নের পাটকেলপোতা গ্রামে গণসংযোগ করেন তিনি। গণসংযোগকলে তিনি বিভিন্ন শ্রেণীপেশার মানুষের সাথে কুশল বিনিময় ও দোয়া প্রার্থনা করেন।

মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে জুয়া খেলা মেহেরপুরের ৫জনসহ আটক ৯

অনলাইন জুয়ার মাধ্যমে দেশের কয়েকটি সীমান্তবর্তী জেলায় প্রতিদিন অন্তত ৩-৫ কোটি টাকার অবৈধ লেনদেনের তথ্য পেয়েছে সিআইডি। তদন্ত সংস্থাটি জানিয়েছে, জুয়ার টাকা লেনদেনে মোবাইল ব্যাংকিংয়ের সুবিধা নিতো চক্রটি। এসব অর্থ হুন্ডির মাধ্যমে পাচার হতো বলেও ধারণা তাদের। রবিবার দুপুরে সিআইডির অতিরিক্ত ডিআইজি কামরুল আহসান এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান।

ডিআইজি বলেন, একটি মামলার তদন্ত করতে গিয়ে ওয়ানএক্সবেটবিডি ডটকম নামের একটি বেটিং সাইটের সন্ধান পাই। সাইটটি রাশিয়া থেকে পরিচালিত হলেও বাংলাদেশে এর এজেন্ট রয়েছে। ৯ এজেন্টকে ইতোমধ্যে গ্রেফতার করা হয়েছে। ১৩ নভেম্বর দেশের সীমান্তবর্তী মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গা থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃতরা হলো—মেহেরপুরের স্বপন মাহমুদ (২৭), নাজমুল হক (২১), আসলাম উদ্দিন (৩৫), মুরশিদ লিপু (২৫), চুয়াডাঙ্গার শিশির মোল্লা (২১) ও কক্সবাজারের আটক করা হয়েছে মাহফুজুর রহমান নবাব, তার স্ত্রী মনিরা আক্তার মিলি (২৪), সাদিক এবং মাসুদ রানা (২০)।

এদের মধ্যে মাহফুজুর রহমান নবাব মেহেরপুর জেলার মূল নিয়ন্ত্রক। তার অধীনে অন্তত ১২-১৩ জন এজেন্ট রয়েছে।

সিআইডি কর্মকর্তা আরও বলেন, ‘বেটিং সাইটের একজন এজেন্টের সিমে গড়ে প্রতিদিন গড়ে ৭-৮ লাখ টাকা এবং অপর একটি সিমে ১০ লাখ টাকা লেনদেনের তথ্য পেয়েছি। এ জেলায় এমন ৫০ জন এজেন্ট আছে। প্রতিদিনই ৩ থেকে ৫ কোটি টাকার অবৈধ লেনদেন হচ্ছিল সেখানে। সারাদেশের চিত্র এখনও পাইনি।’

দিনে একটি বেটিং সাইটে এক থেকে দেড় লাখ ব্যক্তি জুয়ায় অংশ নিচ্ছে বলেও জানায় সিআইডি। যাদের বয়স ২০ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। চক্রটি

বিভিন্ন টুর্নামেন্ট টার্গেটে নিয়ে জুয়ার আয়োজন করে উল্লেখ করে ওই কর্মকর্তা বলেন, বেটিং সাইটটিতে অ্যাকাউন্ট খুললে একটি ই-ওয়ালেট তৈরি হয়। তাতে অ্যাকাউন্ট হোল্ডারকে টাকা লোড করতে হয়। বেটিং সাইটে দেওয়া মোবাইল ব্যাংকিংয়ের নম্বরে টাকা পাঠানোর পর তা ই-ওয়ালেটে যুক্ত হয়। ন্যূনতম এক হাজার টাকা পাঠালে অ্যাকাউন্টধারীকে পাসওয়ার্ড দেওয়া হয়। সেটা ব্যবহার করেই শুরু হয় জুয়া।

কামরুল আহসান বলেন, জুয়ায় জড়িতরা মোবাইল ব্যাংকিংয়ের বিজনেস সিম পেয়ে যাচ্ছে। এমনকি এসব সিম ভাড়াও নিতো ওরা।’বিজনেস বা এজেন্ট অ্যাকাউন্টে লেনদেনে এখনও কোনও লিমিট নেই। এই সুযোগই নিচ্ছে চক্রটি। এ কারণে অবৈধ এসব কাজ বন্ধ করতে মোবাইল ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গেও কাজ করছে সিআইডি।

গ্রেফতারকৃতদের দেওয়া তথ্যে জানা গেছে, গোপন লেনদেনে তারা ম্যানেজমেন্ট ডক আইও নামের ওয়েবসাইট, টেলিগ্রাম ও রেড্ডি নামক কিছু অ্যাপস ব্যবহার করতো। নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ ও অর্থ লেনদেনের তথ্য আদান-প্রদানে অ্যাপসগুলো ব্যবহার করতো তারা।

এখন পর্যন্ত বেটিং সাইটটিতে ৬০-৭০ জন এজেন্টের সংশ্লিষ্টতা পেয়েছে সিআইডি। তাদের মাধ্যমে অর্থপাচার হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে উল্লেখ করে সিআইডি কর্মকর্তা বলেন, ‘আমরা কিছু অ্যাকাউন্ট নম্বর পেয়েছি। সেসব অ্যাকাউন্টে ভুল তথ্য দেওয়া হয়েছে। অ্যাকাউন্টে টাকা জমা করার পর আবার তোলা হয়েছে। এ টাকা তারা পাচার করছে কোনোভাবে।’

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বিশেষ পুলিশ সুপার আশরাফুল আলম, বিশেষ পুলিশ সুপার মোহাম্মদ রেজাউল মাসুদ এবং অতিরিক্ত বিশেষ পুলিশ সুপার আজাদ রহমান

দীর্ঘদিনের সমস্যায় জর্জরিত

ওয়ার্ডবাসী, কাটিয়ে উঠার চেষ্টা (ভিডিও সহ)

মেহেরপুর পৌরসভার ক্যাশবপাড়া, বড় বাজার পাড়ার একাংশ, মন্ডলপাড়া পাড়া, গড় পাড়া, ফৌজদারী পাড়া, মহিলা কলেজ পাড়া নিয়ে গঠিত ৬ নম্বর ওয়ার্ড। এই ওয়ার্ডের মধ্যে রয়েছে, মহিলা কলেজ, ২টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১টি কিন্ডার গার্টেন স্কুল। ওয়ার্ডের নতুন মিলিয়ে মোট ভোটারের সংখ্যা বতর্মান ৩ হাজার ৫শত জন। ওয়ার্ডের নির্বাচিত কাউন্সিলর ও প্যানেল মেয়র শাহিনুর রহমান রিটান।

০৬ নম্বর ওয়ার্ডের বিভিন্ন এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন করে দেখা গেছে, প্রধান সড়ক নির্মাণ, ড্রেণ নির্মাণসহ বেশ কিছু উন্নয়ন কাজ হয়েছে। ওয়ার্ডের অধিকাংশ এলাকায় নেই ময়লা আবর্জনা ফেলার নির্দিষ্ট জায়গা। এলাকার লোকজন যত্রতত্র ময়লা আবর্জনা ফেলে। তবে পৌরসভার গাড়ি এসে ময়লা আবর্জনা নিয়ে যায় বলে জানান স্থানীয়রা। অধিকাংশ ড্রেণের ঢাকনা নেই এবং ড্রেণগুলো পরিষ্কার না করায় ড্রেণে জমা পানি থেকে দূর্গন্ধ ও মশার উপদ্রপ সৃষ্টি হচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে পৌর পরিষদের মেয়াদ পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু এই ওয়ার্ডের ভাগ্য পরিবর্তন করেনি। তবে সব সমস্যা থেকে সমাধানের চেষ্টা খুজছেন বর্তমান পৌর পরিষদ।

এর মধ্যে কিছু সড়ক নিচু হওয়ার কারনে বৃষ্টি হলেই পানি জমে যায়। ড্রেণগুলো নিয়মিত পরিস্কার না করায় পানি নিস্কাশন হয় না। পাড়ার ভিতরের রাস্তাগুলো ভাঙ্গাচুরা। রাস্তাগুলো মেরামত হয়নি দীর্ঘদিন।
মন্ডলপাড়ার জনি বলেন, ময়লা ফেলার নির্দিষ্ট জায়গা না থাকায় আমরা মেইন সড়কে ময়লা রেখে আসি। পৌরসভা থেকে এসে প্রতিদিনের ময়লা প্রতিদিন নিয়ে যায়। তবে পাড়ার ভিতরে ময়লা আবর্জনা ফেলার কোন জায়গা নেই। পাড়ার ঠিক মাঝখানে পচা গর্ত নামে একটি আবর্জনা ফেলার জায়গা আছে সেখানেই পাড়ার লোকজন আবর্জনা ফেলে। এলাকার পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা ভালো না। সামান্য বৃষ্টিতে দীর্ঘদিন ধরে রাস্তায় পানি জমে থাকে। ড্রেণগুলো ঠিকমত পরিষ্কার করে না। ড্রেণগুলো পরিষ্কার না করার কারণে অনেক জায়গায় বুজে গেছে। বৃষ্টির সময় বা বাড়ির ব্যবহারের পানি ড্রেণ উপচে রাস্তায় আসে। ফলে নোংরা দূর্গন্ধময় পানি মাড়িয়ে রাস্তায় চলাচল করতে হয়।

গড় পাড়ার সুজন বলেন, পাড়ার ভিতরে ড্রেণগুলোর অবস্থা ভালো না। অনেকদিন ধরে পরিষ্কার করে না। তাছাড়া ময়লা ফেলার নির্দিষ্ট জায়গা না থাকায় রাস্তার পাশে ময়লা আবর্জনা ফেলতে হয়। অনেক সময় পৌরসভার গাড়ি এসে আবর্জনা নিয়ে যায় আবার ৪-৫দিন যাবত আবর্জনা পড়েও থাকে। বড় বাজারের যাওয়ার রাস্তাটি একেবারেই নষ্ট হয়ে গেছে। সামান্য বৃষ্টি হলেই রাস্তাটিতে পানি জমে চলাচলের অযোগ্য হয়ে যায়। এবার বর্ষাতেও জলবদ্ধতা তৈরী হয়েছিল। বারং বার পৌরসভাকে জানিয়ে সেই পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা হয়।

ক্যাশব পাড়ার হেলাল উদ্দিন বলেন, পাড়ার অলিগলির রাস্তাগুলো ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে গেছে। পানি নিষ্কাশনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না থাকার কারণে বাড়ির ব্যবহৃত ও বৃষ্টির পানিতে জলবদ্ধতা হয়ে থাকে। নোংরা দূর্গন্ধময় পানি মাড়িয়ে রাস্তায় চলাচল করতে হয়। ময়লা আবর্জনা ফেলার ডাষ্টবিনের অভাবে সড়কের পাশে দূর্গন্ধময় ময়লা আবর্জনায় স্তুুপ হয়ে পড়ে থাকে। একদিন দুদিন পরপর পৌরসভার গাড়ি এসে ময়লা নিয়ে যায়। ড্রেণগুলো অনেক দেরিতে পরিষ্কার করে। এখানে রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরে মেরামত করা হয়নি যার কারণে চলাচলে সমস্যা সৃষ্টি হয়। বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা ভালো।

ফৌজদারী পাড়ার রুনা খাতুন বলেন, এলাকার একাংশে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা ভালো হলেও আমাদের অংশে রয়েছে পানি নিষ্কাশনের সমস্যা। দৈনন্দিন ব্যবহৃত ও সামান্য বৃষ্টির পানিতে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। পাড়ায় কোনো ডাষ্টবিন নির্মাণ না করায় স্থানীয়রা যেখানে সেখানে ময়লা আবর্জনায় ফেলে। ফলে মশা-মাছির উপদ্রপ বাড়ছে। বাড়ির সামনে খোলা জায়গায় আবর্জনা ফেলার কারণে দূর্গন্ধময় পরিবেশে কষ্ট করেই বসবাস করতে হচ্ছে।

সমস্যা থাকলেও রাস্তা ও ড্রেণের উন্নয়ন লক্ষ্য করা গেছে। তবে অচিরেই যতটুকু সমস্যা রয়েছে সেগুলো সমাধানের প্রক্রিয়াও চলমান বলে জানিয়েছেন ৬ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও প্যানেল মেয়র শাহিনুর রহমান।

ওয়ার্ডের উন্নয়ন চিত্র:
কামাল প্রিন্টিং প্রেস থেকে কুটুমবাড়ি পর্যন্ত ড্রেণ ও রাস্তা

নির্মাণ, মহিলা কলেজ থেকে কমিউনিটি সেন্টার পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ, এডলিক প্রিন্টিং প্রেস থেকে মহির চায়ের দোকান পর্যন্ত রাস্তা ও ড্রেণ নির্মাণ, স্টুডেন্ট টেইলার্স থেকে কুটুমবাড়ি পর্যন্ত পাইপ ড্রেণ ও রাস্তা নির্মাণ, এশিয়া নেট মোড় থেকে বাপ্পি পালের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ও ড্রেণ নির্মাণ, শহীদ মিনার নির্মাণ, সামসুজ্জোহা পার্কের সৌন্দর্য বর্ধন, গড় পুকুরের সৌন্দর্য বর্ধনের কাজ চলমান। ফৌজদারী পাড়ার হাবিবের বাড়ি থেকে মাহাবুবের বাড়ি পর্যন্ত ফ্লাট সোলিং, ক্যাশবপাড়ার শাপলা টেইলার্স থেকে শ্বাশত নিপ্পনের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা, তহমিনার বাড়ি থেকে মদুদের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ, ছাতু খাঁর বাড়ি থেকে গোলাম মিয়ার বাড়ি পর্যন্ত ড্রেণ নির্মাণ।
মেহেরপুর পৌরসভার ৬নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্যানেল মেয়র শাহিনুর রহমান রিটন বলেন, আমার নির্বাচনী এলাকায় বিগত দিন থেকেই নানা সমস্যা ছিলো যা আমি অধিকাংশ সমাধানের চেষ্টা করেছি এখনও যতটুকু সমস্যা আছে সেগুলো সমাধানের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। জনগণের স্বার্থে ও ওয়ার্ডের উন্নয়নের জন্য যেসব কাজ করার কথা ছিল তা আমি অনেকেই সম্পূর্ণ করতে পেরেছি। এরপরও কিছু কিছু সমস্যা আছে সেগুলো সমাধানের প্রক্রিয়াও চলমান। অচিরেই সেগুলো সমাধান হয়ে যাবে। আমি আমার এলাকার উন্নয়ন ও জনগণের যতটুকু সেবা দেয়া সম্ভব তা দেয়ার চেষ্টা করেছি।

গাংনীর কাজিপুরে মেম্বর প্রার্থীর পোষ্টার ছেঁড়ার অভিযোগ

তৃতীয় ধাপে অনুষ্ঠেয় গাংনীর উপজেলার কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের ৩ নং ওয়ার্ডের সাধারণ সদস্য (মেম্বর) প্রার্থী ফারুক হোসাইনের পোষ্টার ছিড়ে ফেলার অভিযোগ উঠেছে।

শুক্রবার রাতের কোনো এক সময় কাজিপুর ইউনিয়নের কাজিপুর নিমসরণ পাড়াতে এ পোষ্টার ছেঁড়ার ঘটনা ঘটেছে।

তবে, ফারুক হোসাইন অভিযোগ করেছেন অপর প্রার্থী বর্তমান মেম্বর মনিরুল ইসলামের বিরুদ্ধে।

তিনি অভিযোগ করেন, আমার টিউবওয়েল মার্কার পোষ্টার ও বর্তমান মেম্বর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী মনিরুল ইসলামের পোষ্টার নিমসরণপাড়া এলাকার বিভিন্ন দেয়াল ও দড়িতে বেঁধে পাশাপাশি টানানো ছিল। সেসব পোষ্টারের মধ্যে মনিরুল ইসলামের সবগুলো পোষ্টার অক্ষত থাকলেও আমার টিউবওয়েল মার্কার সব পোষ্টার ছেঁড়া রয়েছে। কোনো পোষ্টারের মাথা ছেঁড়া আবার কোনো পোষ্টারের প্রতীক ছেঁড়া। দঁড়ি দিয়ে যেসব পোষ্টার টানানো ছিল সেগুলো কেটে মাটিতে ফেলে দিয়েছে।
বিষয়টি আমি থানা এবং স্থানীয় পুলিশ ক্যাম্পে মৌখিকভাবে জানিয়েছি।

এব্যপারে অপর প্রার্থী মানিরুল ইসলামের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাকে পাওয়া যায়নি।

মেহেরপুর শ্যামপুরে এক যুবককে কুপিয়ে জখম

মেহেরপুর সদর উপজেলার শ্যামপুরে শাকিল (২২) নামের এক যুবককে কুপিয়ে রক্তাক্ত জখম করার অভিযোগ উঠেছে গাংনী উপজেলার চৌগাছা গ্রামের খৃষ্টানপাড়ার মুবার মল্লিকের ছেলে শেরেকুল একই এলাকার ফজলু বিশ্বাসের মিলন ও মিলনের ছেলে মোহনের বিরুদ্ধে।

গত শুক্রবার রাত দশটার দিকে শ্যামপুরে এ ঘটনা ঘটে। শাকিল বতর্মানে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। শাকিল শ্যামপুর হাইস্কুল পাড়ার আব্দুল লতিবের ছেলে।

অভিযোগ রয়েছে এই ঘটনার এক সপ্তাহ আগেও শাকিলকে রাতের বেলায় শ্যামপুর ক্লাবপাড়া এলাকা থেকে কৌশলে ডেকে নিয়ে সাহারবাটি এলাকার একটি নির্জন মাঠে শ্বাসরোধ করে হত্যার চেষ্টা করেছে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা।

জানা গেছে, গত সাত মাস আগে চৌগাছা গ্রামের খৃষ্টানপাড়ার মিলনের মেয়ের সাথে শাকিলের পারিবারিকভাবে বিয়ে হয়। শাকিলকে তার স্ত্রীর পছন্দ না হওয়ায় চার মাস সংসার করার পর শাকিলের সাথে ডিভোর্স হয়ে যায়।

এই ঘটনার পর থেকেই শাকিলের উপর হামলার ঘটনা ঘটে। শাকিলের বাবা আব্দুল লতিব বলেন, সাত মাস আগে শাকিলের সাথে চৌগাছা খৃষ্টানপাড়ার মিলনের মেয়ের পারিবারিকভাবে বিয়ে হয়। চার মাস সংসার করার পর শাকিলকে পছন্দ না জানিয়ে মেয়ে শাকিলের কাছ থেকে ডিভোর্স চায়। মেয়ে সংসার করবে না বলে তার পরিবারকে জানালে মেয়ের পরিবারের পক্ষ থেকে লোকজন এসে নিয়ম অনুযায়ী তাদের ডিভোর্স হয়। শাকিলকে বিয়ের সময় ২০ হাজার টাকা দিয়েছিলো সেই টাকা সহ তারা মেয়ে নিয়ে যায়। যার সমস্ত কাগজপত্র আছে। এরপর থেকেই আমার ছেলেকে তারা হত্যার উদ্দেশ্য দু’বার হামলা করে।

গত সপ্তাহে তারা আমার ছেলেকে এক লোকের মাধ্যমে কৌশলে ডেকে নিয়ে সাহারবাটি এলাকার একটি মাঠের মধ্যে নিয়ে মারধরসহ গলায় রশি দিয়ে টেনে নিয়ে বেড়িয়েছে। এক পর্যায়ে আমার ছেলে অজ্ঞান হয়ে গেলে তাকে ফেলে রেখে যায়। খবর পেয়ে তাকে আমরা উদ্ধার করি। এখনও তার গলার দাগ শুকায়নি। আবার গত শুক্রবার তারাই আমার ছেলেকে কোপ মেরে রক্তাক্ত জখম করছে।

শাকিল বলেন, আমি রাতে এলাকার একটি দোকান থেকে ওষুধ নিয়ে বাড়ি ফিরছিলাম এসময় মোহন ও একজন মটরসাইকেল করে এসেই হাসুয়া দিয়ে প্রথমে আমার পায়ে কোপ মারে। আবারও কোপ মারার চেষ্টা করলে তখন আমার সাথে মহনের ধস্তাধস্তি শুরু হয়। মোহন যতই কোপ মারার চেষ্টা করে আমি তাকে প্রতিহত করার চেষ্টা করি। এসময় আমার হাতে কয়েক জায়গায় ক্ষত হয়। এ ঘটনায় মামলার প্রস্তুতি চলছে।